গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.dgjute.gov.bd

নং- ২৪.০১.০০০০.০০৫.১৪.০১৭.১৭-৩৩৫ তারিখ: ২১/০৫/২০২০খ্রি:।

বিষয়: পাট অধিদপ্তরাধীন "উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্য রাসায়নিক সার ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাজার মূল্য ও সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে সার ক্রয় না করা এবং যথাসময়ে সুষ্ঠভাবে বিতরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র-১ : "উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" প্রকল্পের ১৬/০৩/২০২০ খ্রি: তাং স্মারক নং-২৪.০১.০০০০.০০৯.২০. ০০৮.১৮-৩০৭। (একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)।
সূত্র-২ : পাট অধিদপ্তর ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ১৯/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখের স্মারক নং-পা-অধি/এডি/ময়মন/প্রকল্প/০১/২০-(১১৭-১২০)।
সূত্র-৩ : পাট অধিদপ্তর রাজশাহী কার্যালয়ের ২০/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখের স্মারক নং-২৪.০১.৮১০০.০০১.১৬.০০৭.১৮-১০৪।
সূত্র-৪ : পাট অধিদপ্তর দিনাজপুর কার্যালয়ের ২০/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখের স্মারক নং-২৪.০১.২৭০০.০০১.০০৫.০১.১৪-৮৪।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে পাট অধিদপ্তরের আওতাধীন "উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলতি মৌসুমে ৪৬টি জেলার ২৩০টি (বাস্তবে ৪৫টি জেলার ২২৭টি) উপজেলায় পাট উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্ধারিত কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে সার বিতরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত-১)। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমনজনিত কারনে সৃষ্ট দূর্যোগময় পরিস্থিতিতে পাট উৎপাদন যাতে কোনভাবে ব্যহত না হয় সেলক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকৃত বাজার দর ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধিবিধান অনুসরনপূর্বক যথাসময়ে বর্ণিত সার ক্রয় ও সুষ্ঠভাবে বিতরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

২। তাঁর দপ্তরের (প্রকল্প অফিস) ১৬/০৩/২০২০ তারিখের ৩০৭ নং স্মারকে প্রথমে জারীকৃত বরাদ্দ মঞ্জুরীপত্রে প্রতি বিঘা জমির জন্য (ইউরিয়া-৬ কেজি, টি এস পি-৩ কেজি এবং এম ও পি -৩ কেজি)=১২ কেজি সারের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ২৪৯/- টাকা। পরবর্তীতে উক্ত বরাদ্দপত্র সংশোধন করে একই স্মারক ও তারিখের প্রতিস্থাপিত বরাদ্দপত্রে প্রতি বিঘার ১২ কেজি সারের মূল্য ২৪৯/- টাকা থেকে পরিবর্তন করে ২৩০/- টাকা নির্ধারন করে আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ টেলিফোনে এবং লিখিতভাবে (কপি সংযুক্ত-২,৩,৪) জানান যে, প্রতি বিঘার ১২ কেজি সারের জন্য প্রকৃত বাজার দর ও সরকার নির্ধারিত মূল্য ২০৭/-(দুইশত সাত টাকা)(ইউরিয়া ৬-কেজি ৯৬/-, টি এস পি ৩ কেজি-৬৬/- এবং এম ও পি ৩ কেজি-৪৫/-)। উল্লেখ্য,বরাদ্দ মঞ্জুরী পত্রে সার ক্রয়ের জন্য এবং পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয় খাতে পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।

৩। মাঠ পর্যায় থেকে আরো জানানো হয় যে, কোন কোন জেলা/উপজেলায় সারের প্রকৃত বাজার মূল্য গোপন করে প্রতি বিঘায় ১২ কেজি সারের জন্য ২০৭/- টাকার স্থলে ২৩০/- টাকা ক্রয় মুল্য দেখানোর অপচেষ্টা চলছে। প্রকৃত বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী দরে সার ক্রয় করা হলে তা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হবে এবং পরবর্তিতে অতিরিক্ত ব্যয়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে ফেরত দিতে হবে।

৪। দেখা যায়, প্রথমে জারীকৃত বরাদ্দ মঞ্জুরী পত্র অনুযায়ী প্রতি বিঘার ১২ কেজি সারের জন্য প্রকৃত বাজার মূল্য ও সরকারী দরের চেয়ে ২৪৯-২০৭=৪২/- টাকা বেশী অর্থাৎ মোট ৩,৮৫,০০০ বিঘা জমির জন্য ৩,৮৫,০০০ X ৪২= ১,৬১,৭০,০০০/- (এক কোটি একষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত বরাদ্দপত্র অনুযায়ী প্রতি বিঘার ১২ কেজি সারের জন্য প্রকৃত বাজার মূল্য ও সরকারী দরের চেয়ে ২৩০-২০৭=২৩/- টাকা বেশী অর্থাৎ মোট ৩,৮৫,০০০ বিঘা জমির জন্য ৩,৮৫,০০০ X ২৩= ৮৮,৫৫,০০০/-(আটাশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদি সারের প্রকৃত বাজার দর ও সরকারী মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে সার ক্রয় করা হয় তাহলে সরকারের ৩,৮৫,০০০ X ২৩= ৮৮,৫৫,০০০/-(আটাশি লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি হবে। তাই সারের প্রকৃত বাজার মূল্য ও সরকারী দরের চেয়ে বেশী মূল্যে ক্রয় দেখানোর সুযোগ নেই।

৫। এমতাবস্থায়, পাট অধিদপ্তরাধীন বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বিতরণের নিমিত্তে সার ক্রয়ের ক্ষেত্রে যাতে সারের প্রকৃত বাজার মূল্য ও সরকারী দর অনুযায়ী সার ক্রয় করা হয় এবং পিপিআর-২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনী সহ) ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় সে ব্যাপারে জেলা/উপজেলার কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হলো। একইসাথে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে প্রকল্পভূক্ত পাটচাষীগন সার পেতে পারেন সে বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ও নিবিড় তদারকি/মনিটরিং জোরদার করার জন্যও তাঁকে অনুরোধ জানানো হল।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২১/০৫/২০২০
(সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান)
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
ফোন: ৯৫৬১৫৪৬।

প্রকল্প পরিচালক
"উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।

নং- ২৪.০১.০০০০.০০৫.১৪.০১৭.১৭-৩৩৫ তারিখ: ২১ /০৫/২০২০খ্রি:।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কাযার্থে:

১. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)।
২. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা,..... (সংশ্লিষ্ট)।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কাযার্থে:

১. সহকারী পরিচালক ,..... পাট অধিদপ্তর, (সংশ্লিষ্ট)।
২. পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর .....(সংশ্লিষ্ট) ।
৩. মুখ্য পরিদর্শক, পাট অধিদপ্তর,.....(সংশ্লিষ্ট)।
৪. ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।
৫. উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, "উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প, পাট অধিদপ্তর .....(সকল)।
৬. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/পাট এর ব্যক্তিগত সহকারী, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. অফিস কপি।

২১/০৫/২০২০
(সওদাগর মুস্তাফিজুর রহমান)
মহাপরিচালক